الشيطان

শয়তান- ৭

পবিত্র কোরআনে ইব্‌লীস /শয়তান সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা কি বলেছেন?

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ ইব্‌লীস/শয়তান

" শয়তান" শব্দটি পবিত্র কোরআনে ৮৮ বার এবং "ইব্‌লীস" শব্দটি ১১ বার উল্লেখিত হয়েছে। পবিত্র কোরআনে শয়তান সংক্রান্ত কয়েকটি আয়াত নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা ক্বাসাস

১) শয়তান তো প্রকাশ্য শত্রু ও পথভ্রোষ্টকারী।

সুরা ২৮ ক্বসাস, আয়াতঃ ১৫

وَ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا
رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ۚ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَ هٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ۚ
فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ ۙ فَوَكَزَهٗ
مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ۚ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ عَدُوٌّ
مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾

তিনি নগরীতে প্রবেশ করলেন, যখন এর অধিবাসীরা ছিলো অসতর্ক সেথায় তিনি দু'টি লোককে সঙঘর্ষে লিপ্ত দেখলেন, একজন তাঁর নিজ দলের এবং অপরজন তার শত্রু দলের। মূসা(আঃ) এর দলের লোকটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলো, তখন মূসা(আঃ) তাকে ঘুষি মারলেন; এভাবে তিনি তাকে হত্যা করে বসলেন। মূসা(আঃ) বললেনঃ এটা শয়তানের কান্ড; সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও পথভ্রোষ্টকারী।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আনকাবুত

২) শয়তান তাদের কাজকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিলো এবং তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিলো।

সুরা ২৯ আনকাবুত, আয়াতঃ ৩৮

وَعَادًا وَّثَمُوْدَا۠ وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ ۫ وَزَيَّنَ لَهُمُ

الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ﴿٣٨﴾

এবং আমি আ'দ ও সামূদকে ধ্বংস করেছিলাম, তাদের বাড়ী ঘরই তোমাদের জন্যে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান তাদের কাজকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিলো এবং তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিলো, যদিও তারা ছিলো বিচক্ষণ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা লোকমান

৩) যদি কেউ সৎকর্মপরায়ন হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করে তবে সে তো দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এক মযবুত হাতল।

সুরা ৩১ লোকমান, আয়াত ২২

وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ

الْوُثْقٰى ؕ وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٢٢﴾

যদি কেউ সৎকর্মপরায়ন হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করে তবে সে তো দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এক মযবুত হাতল। যাবতীয় কার্যের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা ফাতির

৪) নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর।

সুরা ৩৫ ফাতির , আয়াতঃ ৬

إِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ؕ إِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ

لِيَكُوْنُوْا مِنْ أَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝٦

নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর । সে তো তার দলকে আহ্বান করে শুধু এই জন্যে যে, তারা যেন জাহান্নামী হয়।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা ইয়াসীন

৫) আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিইনি যে , তোমরা শয়তানের ইবাদত করো না , কারন সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

সুরা ৩৬ ইয়াসীন,আয়াতঃ ৬০

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ أَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ إِنَّهٗ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝٦٠

হে বাণী আদম!আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিইনি যে , তোমরা শয়তানের ইবাদত করো না , কারন সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা সাফফাত

৬) ওটার কলিগুলো যেন শয়তানের মাথা।

সুরা ৩৭ সাফফাত, আয়াতঃ ৬৫

طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٦٥﴾

ওটার কলিগুলো যেন শয়তানের মাথা।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা সাদ

৭) যারা সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মানকারী ও ডুবুরী।

সুরা ৩৮ সাদ, আয়াতঃ ৩৭

وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾

এবং শয়তানদেরকে, যারা সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মানকারী ও ডুবুরী।

সুরা ৩৮ সাদ, আয়াতঃ ৪১

৮) যখন তিনি (আইয়ুব(আঃ) তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিলেনঃ শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে।

وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ﴿٤١﴾

স্মরণ কর আমার বান্দা আইয়ুব(আঃ) যখন তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিলেনঃ শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা হা-মীম-আস-সাজদা

৯) যদি শয়তানের কুমন্ত্রনা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহর আশ্রয় নিবে।

সুরা ৪১ হা- মীম -আস-সাজদা, আয়াতঃ ৩৬

وَ اِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ

السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٦﴾

যদি শয়তানের কুমন্ত্রনা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহর আশ্রয় নিবে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা যুখ্রুফ

১০) সে(শয়তান) তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

সুরা ৪৩ যুখ্রুফ, আয়াতঃ ৬২

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٢﴾

শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই নিবৃত্ত না করে, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা মুহাম্মাদ

১১) যাদের নিকট হিদায়েত স্পষ্ট হবার পরও পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে ফিরে যায় শয়তান তাদের কাজকে শোভন করে দেখায়।

সুরা ৪৭ মুহাম্মাদ , আয়াতঃ ২৫

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ
الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾

যাদের নিকট হিদায়েত স্পষ্ট হবার পরও পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে ফিরে যায় শয়তান তাদের কাজকে শোভন করে দেখায় এবং তাদেরকে ঢিল দিয়ে রাখে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমাদের সব সময় আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দেখানো পথ অনুসরণ করে চলা উচিত। শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে চললে নিঃসন্দেহে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে কারণ শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। শয়তান তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র।

সুতরাং আল্লাহর হিদায়াতই হচ্ছে সত্যিকারের সঠিক হিদায়াত, আর আমাদেরকে সারা জাহানের প্রতিপালকের সামনে আত্মসমর্পনের

নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পথ অনুসরণ করে চললে আমরা এই দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে শান্তিতে থাকতে পারবো। আল্লাহ আমাদের সবাইকে শয়তানের দেখানো পথ থেকে দূরে থাকার তৌফিক দান করুন।

আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

……